বাণিজ্য দৈত্য আমাজন-আলিবাবার সাথে চুক্তি করার আগে দেশীয় সুরক্ষা নীতি নিশ্চিত করুন

WTO'র ই-কমার্স স্বল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে তথ্য ও সম্পদ পাচারের সুযোগ প্রশস্ত করবে

আজকাল ই-কমার্স কথাটা বেশ শোনা যায়। আপাত নিরীহ এই শব্দটি শুনলে মনে হবে আধুনিক দুনিয়ায় ইন্টারনেটের সাহায্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনলাইন বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসার উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশে এখন তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কথাটির প্রসার ঘটে চলেছে, অনেকে হয়ত এর সাথেও গুলিয়ে ফেলতে পারেন এই ই-কমার্স শব্দটিকে। আবার অনেকেই ভাবছেন, এক ক্লিকেই পৃথিবীর যে কোনও পণ্য ঘরে বসেই সস্তায় পাওয়া যাবে এই সুবিধার মাধ্যমে। এগুলো আংশিক সত্য হলেও ঠিকভাবে বিষয়টা না বুঝলে, এর পেছনেই যে বড় ধরনের শঙ্কা রয়েছে তা হয়ত চোখেই পড়বে না।

বাস্তবতা হচ্ছে, ই-কমার্স বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তির ক্ষমতা এত ব্যাপক যে এটি দেশীয় পর্যায়ে ক্রেতার অধিকার ও প্রাইভেসি রক্ষার জন্য দেশীয় সুরক্ষা নীতি বিলোপ বা পরিবর্তন করে দিতে পারে। আন্তঃসীমান্ত তথ্য পাচার (cross-border data transfers), ইন্টারনেটের নিরপেক্ষতা ও সুশাসন, মেধাস্বত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যেসব চুক্তি হচ্ছে বা যে ধরনের চর্চা চলে আসছে, সেখানে বৃহৎ কোম্পানির মুনাফাকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তি অধিকার খর্ব করার নানা ঝুঁকি রয়েছে। পৃথিবীতে ইতিমধ্যে এর বিস্তর নজির রয়েছে।

একটি উদাহরন দেয়া যাক। গুগলের কথা কে না জানে? বলাই হয়, ডোন্ট আসক মি, আসক গুগল। অর্থাৎ যে কোনও বিষয়ে গুগলে সার্চ দিলে তা পাওয়া যায়। কথাটা শুনতে বেশ ভালোই মনে হয়। আমার যখন যা দরকার, তখনই তা গুগল করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জেনে নেয়া যায়। আমাদের কত উপকার হয়। সময় ও খরচ বাঁচে। কিন্তু মুদ্রার অন্য দিকটা কি আমরা ভেবে দেখেছি? আমরা কি একবারও ভাবছি, সকল তথ্য ইতিমধ্যে গুগলের কুক্ষিগত হয়েছে? গুগল ম্যাপের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি আনাচ কানাচ আজ তাদের হাতের মুঠোয়, ভেবেছি? সকল তথ্য থাকবে একটা মুনাফাপ্রবন কোম্পানির হাতে, যারা কখনই মানুষের অধিকার নিয়ে মাথা ঘামায় না, পরোয়াও করে না- এমন কথা কি আমরা একবারও মাথায় এনেছি?

বাণিজ্যের একটা প্রাথমিক বিষয় আমরা সবাই জানি। পণ্যের চাহিদা ও যোগান বাজারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। চাহিদা বেশি হলে পণ্যের দাম বাড়ে আবার যোগান বেশি হলে দাম কমে। এটা সাধারণ বিষয়। এর যে কোনো একটা হলে উৎপাদক, ক্রেতা বা ভোক্তা যে কোনো এক

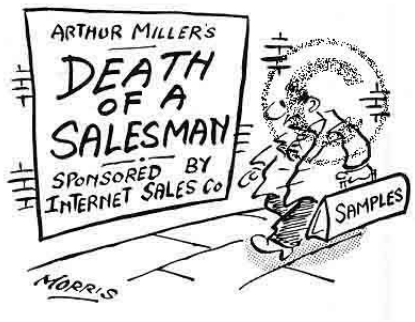

পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু তথ্যের কাছে চাহিদা আর যোগান তত্ব অসহায়। এক পক্ষের কাছে যদি উৎপাদন চক্রের সব তথ্য থাকে, তাহলে সে চাহিদা-যোগানের তারতম্যে দামের উঠানামা শুধু নয়, সে চরম একচেটিয়া ও অসম বাণিজ্য তৈরির ক্ষমতা রাখে। তথ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তার প্রশ্নটা ঠিক এখানে।

এখন এমন এক পৃথিবীর অবতারণা হয়েছে, যেখানে আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্য অন্য পক্ষের হাতে। আপনি জানেনও না কার হাতে ক্রমাগত সমর্পন করে চলেছেন আপনার একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য। আপনার ইমেইলের পাসওয়ার্ড গুগল জানে। কম্পিউটারের ব্রাউজার আপনার হয়ে মনে রাখে আপনার পাসওয়ার্ড। ভেবে দেখুন একবার, পৃথিবীর কত মানুষের পাসওয়ার্ড ইতিমধ্যে করায়ত্ত করেছে মোজিলা বা গুগল ক্রোম। আপনি কোথায় যান, কী করেন, আগামীতে আপনার পরিকল্পনা কী, আপনার আয় কত, কে কে আপনার বন্ধু, আগামীকাল আপনি কোথায় থাকবেন সব আপনার চেয়ে ভালো জানে গুগল, ফেসবুক, উবার, আমাজন, আপেল, মাইক্রোসফট। এরাই এখন পৃথিবীর শীর্ষ দশ কোম্পানির অন্যতম।

এবছর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে সবচেয়ে বড় বিষয় হতে যাচ্ছে এদের প্রস্তাবিত ই-কমার্স চুক্তি। তারা যেসব চুক্তির প্রস্তাব করছে তা মোকাবেলা করার মত ন্যূনতম প্রস্তুতিও নাই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর। এমনকি অনেক এগিয়ে যাওয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোও এই চুক্তি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে।

সারা বিশ্বে মানবাধিকার ও অর্থনীতি নিয়ে যারা গবেষণা করছেন, তারা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে সারা বিশ্বে এটি মোকাবেলা করার জন্য, বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ে অভ্যন্তরীন সুরক্ষার জন্য গবেষণা শুরু হয়েছে। ক্যাম্পেইন ও এডভোকেসি শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো শ্রম-ঘনিষ্ট শিল্পের দেশে এই ধরনের ই-কমার্স হঠাৎ করে ব্যাপক বেকারত্বের ঝুঁকি তৈরি করবে বলে আশঙ্কা করছেন অর্থনীতি ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা। উদাহরণ, উবার সম্প্রসারিত হলে কর্মসংস্থান হারাবে শহরগুলো রিকশা অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা প্রায় অর্ধকোটি মানুষ। অথচ, উবারের পুঁজি গাড়ি বা তার চালকেরা নয়, উবারের পুঁজি হচ্ছে তথ্য। যাত্রীদের চলাচলের ধরনের উপর তথ্য। যে সম্পর্কে যাত্রী সাধারণের কাছে কোনও তথ্য নাই। আপাত দৃষ্টিতে ঢাকায় উবার চালু হবার কিছু সুবিধা পরিলক্ষিত হলেও

ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীর সুরক্ষা, যাত্রীদের তথ্য নিরাপত্তার বিষয়ে কোনোকিছু গভীরভাবে না ভেবেই উবারের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের আশঙ্কা, চুক্তির ভবিষ্যত অনেক দিক আমাদের অজানা। অসম তথ্য ব্যবস্থা অসম বাণিজ্যের পথ সুগম করে। আমাজন বাংলাদেশে কাজ শুরু করলে সবেমাত্র গুটি গুটি পায়ে যাত্রা শুরু করা দেশীয় অনলাইন বিপণন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়বে। কর্মসংস্থান হারাবে অনেক মানুষ। আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি, ডাক বিভাগের সাথে চুক্তি হতে যাচ্ছে আমাজন ও আলীবাবা নামের দুই বাণিজ্য দৈত্যের। আমরা মনে করি, চুক্তিতে যাবার আগে বিষয়টি ভালোভাবে জানা ও বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। দেশীয় সুরক্ষা, ক্রেতা ভোক্তার অধিকার রক্ষা, নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য ও প্রাইভেসির সুরক্ষা, বিশেষ করে অনলাইন নিরাপত্তার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তর গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের বিপক্ষে নই, কিন্তু জাতীয় ও ব্যক্তির সুরক্ষা সবার আগে।

আমাদের দাবি

১। যে কোনো দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন করার আগে তা জনগণের সম্মুখে উন্মুক্ত করতে হবে, মিডিয়া ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গবেষণা, আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তা ও নাগরিকের অধিকারের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে চুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২। আমাজন-আলীবাবার সাথে চুক্তির আগে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা ই-কমার্স নিয়ে গবেষণা করতে হবে। বাণিজ্য দৈত্যের সাথে তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে কি না, আমাজন-আলীবাবা জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তাদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আমাদের কোন ধরনের নীতি বদলাতে হবে, ভবিষ্যতে আমাদের অবস্থান কোথায় হবে- সব খতিয়ে দেখতে হবে, উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাড়াহুড়া করে কোনো ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।

৩। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, নীতিমালা না থাকার কারণে দেশের ডাক বিভাগ প্রায় ধ্বংসের পথে। বলা হয়েছিল, ইমেইলের মতো ডিজিটাল প্রযুক্তি এসে পড়ার ফলে মানুষ আর চিঠি লেখে না। অথচ, আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু প্রাইভেট কুরিয়ার সার্ভিস অসম ও একচেটিয়া বাণিজ্যের অবতারণা করেছে। তারাই ডাকমাশুল নির্ধারণ করছে। ডিএইচএল ফেডেক্সের মত বৃহৎ পোস্টাল করপোরেশন ব্যাপক মুনাফা তৈরি করছে। তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে বাংলাদেশের আমদানী রফতানি নীতি পরিবর্তন করছে, ভঙ্গ করছে, প্রয়োজনে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে। অথচ এক্ষেত্রে আমাদের সুরক্ষার নীতিমালা নাই। বাংলাদেশের ডাক বিভাগকে উন্নত করতে হবে, ডকুমেন্ট/ চিঠি আদান প্রদান সহ আর্থিক লেনদেনে সরকারী ডাক বিভাগকেই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। বিদেশী কুরিয়ার সার্ভিসকে একটা নীতিমালার আওতায় আনতে হবে।

৪। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অমীমাংসিত কৃষি বিষয়টির নিষ্পত্তি হলে নাটকীয়ভাবে দারিদ্র বিমোচন ঘটত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কিন্তু সম্ভাবনা আছে সেই বিষয়টি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে এবং আলোচনার টেবিল দখল করে নেবে ই-কমার্স। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দাবি তুলতে হবে। প্রয়োজনে সমমনা দেশগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে কৃষি বিষয়ে মীমাংসার জন্য দাবি তুলতে হবে।

৫। উবারের সাথে ইতিমধ্যে চুক্তি হয়ে গেলেও তা আবারও পর্যালোচনা করতে হবে। জনগণের অধিকার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার উদ্যোগ নিতে হবে। ব্যক্তিগত তথ্য অ্যাপসের মাধ্যমে উবার কতটা নিতে পারবে, ব্যবহারকারী কিভাবে তথ্য সুরক্ষা করবে এসব বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৬। ফেসবুকের সাথে ইতিমধ্যে সরকারের চুক্তি হয়েছে বলে আমরা জেনেছি। সেই চুক্তিতে প্রতিটি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফেসবুক স্ট্যাটাস কেবল ৫৭ ধারায় নাগরিককে গ্রেফতার করার হাতিয়ারে পরিণত হবার সম্ভাবনা প্রতিরোধ করতে হবে। ফেসবুকের মত বৃহৎ করপোরেশনের সাথে চুক্তিতে যাবার আগে দেশীয় তথ্য নিরাপত্তা এবং ব্যবহারকারীর তথ্য ও গোপনীয়তা সুরক্ষার বিষয়টিতে জোর দিতে হবে। প্রয়োজনে ফেসবুকের তথ্য বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৭। মাইক্রোসফট ও এ জাতীয় অন্যান্য করপোরেশনের সাথে দেশীয় কোনো চুক্তি থেকে থাকলে উন্মুক্ত করতে হবে। সরকারকে অবস্থান নিতে হবে, আমাদের দেশের জনগণ এখনও তথ্য প্রযুক্তিতে অনেক পিছিয়ে আছে। এখনকার উন্নত দেশগুলো উন্নত হবার আগে যেমন বহু বছর কপিরাইট ও পেটেন্টের আওতার বাইরে থাকার সুবিধা ভোগ করেছে, তেমন আমাদেরও অধিকার আছে মাইক্রোসফট সহ অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানির পেটেন্টের আওতার বাইরে থেকে দেশের দরিদ্র মানুষকে তার সুবিধা দেবার। সরকারকে সে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৮। সর্বোপরি, তৈরি হবার আগে, সব কিছু বুঝার আগে, ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় জানার আগে কোনো ধরনের দ্বিপাক্ষিক/ বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ: অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী সভা, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, ডোক্যাপ, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, পিএসআই (PSI), বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, মুক্তির ডাক, শ্রমিক নিরাপত্তা জোট, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সংগ্রাম, সিডিপি, হিউম্যানিটি ওয়াচ, নেচার ক্যাম্পেইন, সিরাজগঞ্জ প্লাটফর্ম এবং ইক্যুইটিবিডি।

Equity and Justice Working Group Bangladesh (EquityBD)
Secretariat, COAST Trust, House 13, Road 2, Shyamoli, Dhaka, Bangladesh.
Website: www.equitybd.net, www.coastbd.net
সৈয়দ আমিনুল হক, +৮৮ ০১৭১৩ ৩২৮৮১৫, মোস্তফা কামাল আকন্দ, +৮৮ ০১৭১১ ৪৫৫৫৯১